প্রধান কার্যালয়, কোস্ট ট্রাস্ট, ঢাকা। ৫ জুলাই ২০১৫

প্রতি : সকল শাখা ব্যবস্থাপক, এলাকা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক কর্মসূচি সমন্বয়কারী, প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং আঞ্চলিক টীম লিডার

হতে : পরিচালক

বিষয় : শাখা/আঞ্চলিক এবং প্রকল্প কার্যালয়/বিএমটিসি/সিএমটিসি পর্যায়ে ইফতার মাহফিলের আয়োজন প্রসঙ্গে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

সংস্থার কর্মকান্ডের সাথে কর্ম এলাকার স্টেকহোল্ডারগণের সম্পর্ক আরো জোরদার ও গতিশীল করার জন্য পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে সংস্থার সকল কার্যালয়ে ইফতার মাহফিলের আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হায়েছে।

১. স্টেকহোল্ডার বলতে বুঝায় এমন সব গণ্যমান্য ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ বা কর্মকর্তা যারা সংস্থার কাজকে অগ্রগামী করতে পারেন বা কাজকে ধীরগতিও করতে পারেন বা কাজকে বন্ধ করে দিতে পারেন। নিম্নে কার্যালয়ভিত্তিক স্টেকহোল্ডারের তালিকা এবং ইফতার মাহফিলের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো:

কার্যালয়ের নাম	স্টেকহোল্ডারগণ	পদ্ধতি
শাখা কার্যালয় (ইউনিয়ন পর্যায়ে)– সর্বোচ্চ ৪০ জন	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বর, শাখা জনসংগঠন নেত্রী, ইউনিয়ন শাখার আওয়ামীলীগ ও বিএনপি এর সভাপতি ও সম্পাদক, ইউনিয়ন পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধি, এলাকার অন্যান্য গণ্যমান্য ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ।	১. ইফতার মাহফিলের অন্তত: দুই দিন পূর্বে সকল অতিথিদের দাওয়াত সম্পন্ন করতে হবে এবং ইফতারের দিন সকালে সকলকে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। ২. বিকেল ৫.৩০ মিনিটে শুভেচ্ছা বক্তব্য দিয়ে শুরু হবে এবং ৬.৩০ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কর্মসূচি এবং সংস্থার জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি নিয়ে আলোচন করতে হবে এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দ থেকে বক্তব্য আহ্বান করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে কেউ যেন রাজনৈতিক বক্তব্য না দেন। ৩. সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত মিলাদ মাহফিল ও দোয়া হবে এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দের ইফতার গ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্টান শেষ হবে। ৪. অনুষ্ঠানের ২/৩ টি ছবিসহ অন্তত: ১ পাতার একটি বিবরণ লিখে পরিচালক বরাবর পাঠাতে হবে। অবশ্যই এটি অনুষ্টান শেষ হওয়ার পরের দিনই।
শাখা কার্যালয় (উপজেলা পর্যায়ে)– সর্বোচ্চ ৪৫ জন	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, এসি–ল্যান্ড, ওসি, উপজেলা চেয়ারম্যান, সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা জনসংগঠন নেত্রী, উপজেলাস্থ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগন, উপজেলার প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক, উপজেলা	ঐ

কার্যালয়ের নাম	স্টেকহোল্ডারগণ	পদ্ধতি
	শাখার আওয়ামীলীগ ও বিএনপি এর সভাপতি ও সম্পাদক, প্রকল্পের সাথে জড়িত সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, উপজেলা পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধি, এলাকার অন্যান্য গণ্যমান্য ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ।	
নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চল-সর্বোচ্চ ৫০ জন করে	জেলা প্রশাসক, এডিসি-জেনারেল, পুলিশ সুপার, এডিশনাল পুলিশ সুপার, জেলা শাখার আওয়ামীলীগ ও বিএনপি এর সভাপতি ও সম্পাদক, জেলার প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক, প্রকল্পের সাথে জড়িত সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধি এলাকার অন্যান্য গণ্যমান্য ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ।	১. ইফতার মাহফিলের অন্তত: দুই দিন পূর্বে সকল অতিথিদের দাওয়াত সম্পন্ন করতে হবে এবং ইফতারের দিন সকালে সকলকে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। ২. বিকেল ৫.৩০ মিনিটে শুভেচ্ছা বক্তব্য দিয়ে শুরু হবে এবং ৬.৩০ পর্যন্ত মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন এবং অতিথিবৃন্দ থেকে বক্তব্য আহ্বান করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে কেউ যেন রাজনৈতিক বক্তব্য না দেন। ৩. সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত মিলাদ মহাফিল ও দোয়া হবে এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দের ইফতার গ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হবে। ৪. অনুষ্ঠানের ২/৩ টি ছবিসহ অন্তত: ১ পাতার একটি বিবরণ লিখে পরিচালক বরাবর পাঠাতে হবে। অবশ্যই এটি অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরের দিনই।
বিএমটিসি-চরফ্যাশন, ভোলা সদর, সিএমটিসি-কক্সবাজার সর্বোচ্চ ৭০ জন	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, এসি-ল্যান্ড, ওসি, উপজেলা চেয়ারম্যান, সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা জনসংগঠন নেত্রী, উপজেলাস্থ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগন, উপজেলার প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক, উপজেলা শাখার আওয়ামীলীগ ও বিএনপি এর সভাপতি ও সম্পাদক, প্রকল্পের সাথে জড়িত সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, উপজেলা পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধি, এলাকার অন্যান্য গণ্যমান্য ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ।	১. ইফতার মাহফিলের অন্তত: দুই দিন পূর্বে সকল অতিথিদের দাওয়াত সম্পন্ন করতে হবে এবং ইফতারের দিন সকালে সকলকে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। ২. বিকেল ৫.৩০ মিনিটে শুভেচ্ছা বক্তব্য দিয়ে শুরু হবে এবং ৬.৩০ পর্যন্ত মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন এবং অতিথিবৃন্দ থেকে বক্তব্য আহ্বান করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে কেউ যেন রাজনৈতিক বক্তব্য না দেন। ৩. সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত মিলাদ মহাফিল ও দোয়া হবে এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দের ইফতার গ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হবে। ৪. অনুষ্ঠানের ২/৩ টি ছবিসহ অন্তত: ১ পাতার একটি বিবরণ লিখে পরিচালক বরাবর পাঠাতে হবে। অবশ্যই এটি অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরের দিনই।

২. মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনটি তৈরি করে পূর্বেই নির্বাহী পরিচালক বা পরিচালক থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। এখানে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের কাজ এবং কোস্টের জাতীয় বিষয়গুলোর উপর সর্বোচ্চ ১৫ টি স্লাইড এবং ২০ মিনিটের প্রেজেন্টেশন দিতে হবে।

৩. চলতি ১০-১৩ জুলাই ২০১৫ এর মধ্যে সকল শাখা ও কার্যালয়ে ইফতার পার্টি আয়োজন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট আরপিসি/টীম লিডার তাদের এলাকায় অনুষ্ঠিতব্য ইফতার পার্টির তারিখ উল্লেখপূর্বক পরিকল্পনা আগামী ৮ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর পাঠাবেন।

৪. একটি অঞ্চলে একইদিনে সর্বোচ্চ ৩টি অফিসে একযোগে মাহফিলের আয়োজন করা যাবে। তবে শেষের দিন বাকী শাখাগুলো নিয়ে প্রতি অঞ্চলে ৪ টি শাখায় মাহফিল করা যাবে। তবে বিএমটিসি এবং ভোলা অফিসের ইফতার মাহফিল একই দিনে রাখা যাবে না।

৫. শাখা অফিসে মাহফিলের মূল আয়োজক হিসাবে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক দায়িত্ব পালন করবেন। তবে সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপক এবং আরপিসি সার্বিক দিকনির্দেশনা দিবেন এবং এলাকা ব্যবস্থাপক অথবা আরপিসির যে কোন একজন উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট টিমলিডার বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তির (বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পিআইইউ কর্মী) উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

৬. ইফতারির জন্য জনপ্রতি বরাদ্দ সর্বোচ্চ ৭০ টাকা। এছাড়াও ডেকোরেশন ও হুজুর বাবদ ৮০০ ও ব্যানার (**ডিজাইন প্রধান কার্যালয় থেকে দেয়া হবে**) বাবদ ৫০০সহ মোট ১৩০০ (এক হাজার তিন শত) টাকা খরচ করা যাবে। এর অতিরিক্ত খরচ হলে সরাসরি পরিচালক বরাবর যোগাযোগ করে অনুমোদন নিতে হবে।

৭. কক্সবাজার সিএমটিসি, ভোলা সদর, চরফ্যাশন বিএমটিসি ক্যাম্পাসে আরটিএল এর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট পিএম/পিসিদের কমিটি পুরো দাওয়াত ও অনুষ্ঠান পরিচালনায় সিদ্ধান্ত নেবেন।

৮. ইফতারিতে মেন্যু হিসেবে সরবত, বুট, পেঁয়াজু, বেগুনী, আলুর চপ, মুড়ি, জিলিপি, ফল (আম-টুকরা করে) রাখতে হবে। এটি দোকান থেকে না কিনে, নিজেদের সাপোর্ট স্টাফ দিয়েই তৈরি করতে হবে।

৯. ইফতার শেষে ঐদিন রাতে সংশ্লিষ্ট অফিসের সকল কর্মী এবং তাদের পরিবারসহ একটি উন্নতমানের ডিনারের ব্যবস্থা করতে হবে। ডিনারে যেসব মেন্যু থাকবে তা হলো-ক) পোলাও, খ) মুরগির রোস্ট, গ) ইলিশ/রুই মাছের ভাজি, ঘ) একটি ডিম এবং ঙ) সালাদ। সকল শাখা কার্যালয়ে এলাকা ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক কর্মসূচি সমন্বয়কারী উপস্থিত থেকে টীম বিল্ডিং নিয়ে আলোচনার করবেন। তবে ভোলা অফিস, বিএমটিসি, সিএমটিসিতে আঞ্চলিক দলনেতা এবং নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিসসমূহে আঞ্চলিক কর্মসূচি সমন্বয়কারী উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। এর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট পূর্বেই পরিচালক থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

১০. এ বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা থাকলে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি।

আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

সনত কুমার ভৌমিক 05.07.2015

অনুলিপি:
নির্বাহী পরিচালক
সকল উপ ও সহকারী পরিচালক
অফিস কপি